দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

Jo Report

সমস্যার আবর্তে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

॥ শেখ মহিউদ্দিন আহাম্মদ, ময়মনসিংহে সংবাদদাতা ॥

বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ত্রিশালের বুকনী বিলের প্রান্তরে। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ হয়নি। ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস, ক্যাফেটেরিয়া ও লাইব্রেরি ভবনের নির্মাণ কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন সুযোগ এখনও করা হয়নি। পরিবহন ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষার্থীদের চলাচলে বিঘ্ন হচ্ছে। সব মিলিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

ময়মনসিংহের ত্রিশালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহন সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য কোন বাস নেই। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে পরিবহন সুবিধার জন্য দাবি জানিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। ২০ একর জমির উপর গড়ে উঠে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস। প্রথমেই ২টি ফ্যাকাল্টিতে ৪টি সাবজেক্ট খোলা হয়। ভর্তি করা হয় ২০০ জন শিক্ষার্থীকে। ৬ মাস অতিক্রান্ত হলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার কথা তার কোনটিই পাচ্ছেন না। ছাত্রাবাস-ছাত্রীনিবাস না থাকায় ত্রিশালের গ্রামে গ্রামে মেস জীবন কাটাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী আবার শেরপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাসে করে এসে ক্লাস করছে। যারা ত্রিশালে থাকেন তাদেরও ময়মনসিংহে যাতায়াত করতে হয়। লোকাল বাসে ঝাদুরঝোলা হয়ে তাদের যাতায়াত করতে হয়, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বাংলা ও ইংরেজী বিভাগের একাধিক ছাত্র-ছাত্রী অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই। ইংরেজী বিভাগে একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন প্রভাষক এবং বাংলা বিভাগে একজন অধ্যাপক ও একজন প্রভাষক ক্লাস করাচ্ছেন। একই অবস্থা অপর দুটি ডিপার্টমেন্ট সঙ্গীত এবং কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে। ফলে একেকজন শিক্ষককে একের অধিক সাবজেক্ট পড়াতে হচ্ছে। শিক্ষক নিয়োগের মত প্রশাসনিক ভবনেও কর্মকর্তা নিয়োগ হয়নি। কন্ট্রোলার এবং জনসংযোগ কর্মকর্তার মত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। ফলে প্রশাসনিক কাজেও অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন লাইব্রেরি নেই। ৬ মাস আগে লাইব্রেরির জন্য ৯৫ লাখ টাকার বই কেনা হয়েছে। কিন্তু লাইব্রেরি না থাকায় বইগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের কোন উপকারে আসছে না। এ ব্যাপারেও কোন জবাব নেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে। একই অবস্থা ক্যাফেটেরিয়ার ক্ষেত্রে। নির্মাণ কাজ চলছে টিমেতালে। ক্যাফেটেরিয়া নির্মাণ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্থানীয় হোটেলের পচা-বাসি খাবার খেয়ে কোনমতে দিন কাটাচ্ছেন। আশেপাশের অস্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রী পেটের পীড়ায় ভুগছেন। আরও জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ, রাস্তাঘাট ও সীমানা প্রাচীর আজও নির্মাণ করা হয়নি। বর্ষা মৌসুমে হাঁটু সমান পানি পেরিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে যেতে হয়। সীমানা প্রাচীর না থাকায় বখাটে যুবকরা ছাত্রীদের উত্যক্ত করে।

ময়মনসিংহ ঃ ত্রিশালে কবি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ পথের একাংশ দেবে গেছে, জমেছে পানি-ইত্তেফাক